প্রথম আলো

তারিখ 09 OCT 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

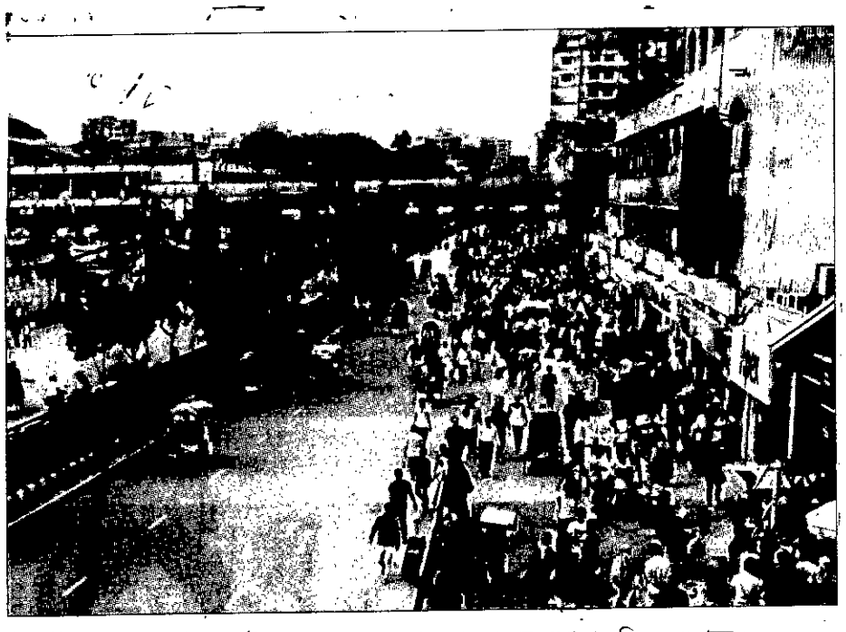

শিক্ষার্থীরা নীলক্ষেত-নিউমার্কেট মোড় অবরোধ করায় আশপাশের এলাকা স্থবির হয়ে পড়ে। যানবাহনের চলাচল অব্যাহত রাখতে পুলিশ গাড়িগুলোকে বিকল্প রাস্তা করে দেয় ● ছবি : প্রথম আলো

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে স্থবির রাজধানী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের ফল প্রকাশের দাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে গতকাল সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসেই প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে রাজধানীর একাংশ। সায়েন্স ল্যাব, কাঁটাবন, শাহবাগ, নিউমার্কেট, গ্রিন রোড ও ধানমন্ডি সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব পড়ে শহরের অন্যান্য অংশেও। স্কুলফেরত শিশু ও অসুস্থ লোকজন যাতায়াতে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে।

স্নাতক (সম্মান) চতুর্থ বর্ষের ফল প্রকাশসহ পাঁচ দফা দাবিতে এই সাতটি কলেজের শতাধিক শিক্ষার্থী গতকাল সকাল সোয়া নয়টার দিকে পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে নিউমার্কেট ক্রসিং সড়ক অবরোধ করেন। দুপুরে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা দড়ি দিয়ে গোটা নীলক্ষেত চত্বর ঘিরে রেখেছেন। কোনো যানবাহন এবং মানুষ, কেউই নীলক্ষেত এলাকা দিয়ে চলাচল করতে পারছে না। শিক্ষার্থীদের পক্ষে একজন মাইকে বিভিন্ন দাবির কথা বলছেন এবং স্লোগান দিচ্ছেন। তাঁর পাশে কয়েকজন শিক্ষার্থী তাঁদের দাবির পক্ষে প্রচারপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রচণ্ড রোদের কারণে অনেক শিক্ষার্থীকে মাথায় রুমাল দিয়ে রাস্তায় বসে থাকতে দেখা যায়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের টানানো দড়ি পার হয়ে যেন কেউ চলাচল করতে না পারে সে জন্য কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তৎপর দেখা যায়।

স্কুল থেকে দুই শিশুকে নিয়ে ফিরছিলেন এক অভিভাবক। দুপুরে তিনি বলেন, স্কুল থেকে শিশুদের নিয়ে রওনা দিয়েছেন আরও দুই ঘণ্টা আগে। রাস্তায় আটকে ছিলেন গোটা সময়। এখন নীলক্ষেত মোড় পার হতে পারছেন না। আজিমপুর যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক অনুরোধ করলেও তাঁরা যেতে দেননি।

আন্দোলনস্থলে পুলিশের অবস্থান ছিল খুবই কম। সেখানে উপস্থিত ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের নিউমার্কেট অঞ্চলের সহকারী কমিশনার আনিসউদ্দীন বাহাদুর বলেন, শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে রাস্তা খালি করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তারা তা শোনেনি। তা ছাড়া আজিমপুর ও সায়েন্স ল্যাবে বিকল্প সড়কে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করা ছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অন্য কোনো নির্দেশনা তাঁরা পাননি।

শিক্ষার্থীদের অনড় অবস্থান দেখে আজিমপুর, আসাদ গেট ক্রসিং এবং সায়েন্স ল্যাব সিগন্যাল থেকে নিউমার্কেটের দিকের সড়ক বন্ধ করে দেয় পুলিশ। এতে যানজটে গ্রিন রোড, কলাবাগান থেকে সায়েন্স ল্যাব সড়ক, মিরপুর রোড, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ এবং এগুলোর সঙ্গে গলিগুলো অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়ে।

জাহিদুল ইসলাম নামের একজন ব্যবসায়ী বলেন, বেলা সাড়ে ১১টায় তিনি আসাদ গেট এলাকা থেকে রওনা দেন। ব্যক্তিগত গাড়িতে করে তিন কিলোমিটার পথ পার হয়ে কারওয়ান বাজার পৌঁছাতে তাঁর সময় লেগেছে দেড় ঘণ্টা। স্বাভাবিক দিনে এই পথে সময় লাগে ১৫-২০ মিনিট। মাহবুবুর রহমান নামের আরেক ব্যক্তি জানান, মোহাম্মদপুর থেকে মহাখালী যেতে তাঁর সময় লেগেছে দুই ঘণ্টা।

দুপুরে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বলেন, চতুর্থ বর্ষের স্নাতক পরীক্ষার ফল প্রকাশসহ পাঁচ দফা দাবিতে তাঁরা সকাল নয়টা থেকে নীলক্ষেতের মোড়ে অবস্থান নিয়েছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর চতুর্থ বর্ষের ফল গত মে মাসে প্রকাশিত হয়েছে। অথচ তাঁদের ফল প্রকাশ না হওয়ায় তাঁরা স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারছেন না।

গত বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীরা পাঁচ দফা দাবিতে শহীদ মিনারে ওই বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিলেন। ফল প্রকাশ ছাড়া অন্য দাবির মধ্যে রয়েছে ১ হাজার ২০০ ছাত্রের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার, একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ, তৃতীয় বর্ষের রুটিন প্রকাশ করা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজের জন্য স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট খোলা।

দুপুর সোয়া ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান নীলক্ষেত মোড়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে তিনি ফল প্রকাশের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে নভেম্বর পর্যন্ত সময় চান এবং একটি কমিটি করার আশ্বাস দেন। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে তাঁদের ফেরানোর চেষ্টা করেন। যদিও শিক্ষার্থীরা তাঁর কথা না শুনে অবরোধ অব্যাহত রাখেন। এরপর উপাচার্য ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থী মো. শরীফ হোসাইন বলেন, গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁরা অবরোধ অব্যাহত রাখেন। এর আগে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বিকেলে এসে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের নিয়ে আজ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দেন। দুপুর ১২টায় এই আলোচনা হবে। আলোচনা থেকে ফল প্রকাশের নির্দিষ্ট তারিখের ঘোষণা এলে তাঁরা আন্দোলন স্থগিত করবেন। তা না হলে আবারও কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।